দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 DEC 2002

নীলফামারীতে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

নীলফামারী : জলঢাকা উপজেলার মাঝাপাড়া দাখিল মদ্রাসাটি টিনের চালায় দরজা-জানালাবিহীন ঘরে নামকাওয়াস্তে পরিচালিত হচ্ছে -ইত্তেফাক

নীলফামারী সংবাদদাতা ॥ জেলার ৬টি উপজেলায় মাদ্রাসা শিক্ষার নামে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ৬টি উপজেলায় ২৩টি কামিল-ফাজিল ও ১০১টি দাখিলসহ মোট ১২৪টি সরকারী তালিকাভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। সদরে ৪টি কামিল-ফাজিল ও ৩২টি দাখিল, ডোমারে ৩টি কামিল-ফাজিলও ৬টি দাখিল, সৈয়দপুরে ৫টি কামিল-ফাজিল ও ৮টি দাখিল, কিশোরীগঞ্জে ৩টিকামিল-ফাজিল ও ১৮টি দাখিল, ডিমলায় ৫টি কামিল-ফাজিলও ১৭টি দাখিল এবং জলঢাকা উপজেলায় ৩টি কামিল ফাজিল ও ২০ দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও প্রতি মাসে ভুয়া প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে। একই ছাত্র-ছাত্রীকে পাশাপাশি একাধিক মাদ্রাসায় কাগজে কলমে ভর্তি দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত দক্ষিণা দিয়ে প্রতি মাসে সরকারী

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

নীলফামারীতে মাদ্রাসা

(১১শ পৃঃ পর)

লাখ লাখ টাকা উত্তোলন ও আত্মসাৎ করা হচ্ছে। বেশীর ভাগ মাদ্রাসার ক্লাস রুম না থাকায় টিনের চাল করে বছরের পর বছর সরকারী অনুদানের টাকা তুলে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ১২৪টিমাদ্রাসার মধ্যে ৪/৫টি মাদ্রাসায় মাঠ ও লাইব্রেরী রয়েছে। অথচ ৩ বছর অন্তর রেজিষ্ট্রেশনের সময় ক্লাস রুম, খেলার মাঠ, লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই পুস্তক চেয়ার টেবিল-বেঞ্চ ও খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম রয়েছে মর্মে ভুয়া পরিদর্শন রিপোর্ট দাখিল করা হচ্ছে। একই শিক্ষকের একাধিক মাদ্রাসায় নাম পাল্টিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরকারী অর্থ উত্তোলন ও আত্মসাৎকরণের ঘটনা সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর ও মাদ্রাসা সূত্র অনুযায়ী জলঢাকা উপজেলার খুটামারা ইউনিয়নের মাঝাপাড়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার ফজলুর রহমান পার্শ্ববর্তী কিশোরীগঞ্জ উপজেলার বড়ভিটা মাদ্রাসায় ফজলুর রহমান আনসারী হিসাবে কর্মরত থেকে সরকারী অনুদানের টাকা উত্তোলন ও আত্মসাৎ করে। উক্ত শিক্ষকের জলঢাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাদ্রাসা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া নিয়োগপত্র লাভের ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর একটি প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে তার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কামিল-ফাজিল মাদ্রাসাসমূহের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক এবং দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি পদাধিকার বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ। মাদ্রাসা চত্বরে পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সরকারী নির্দেশ থাকলেও ২/১টি ছাড়া মাদ্রাসা চত্বরে সভা অনুষ্ঠানের নজির পাওয়া যায়নি।